88

দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 NOV 1993

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৯

107

বিদ্যালয়ের পাকা ভবন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নিয়ে অনেক কথা আছে। গাছতলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে সচিত্র এমন প্রতিবেদনও পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। ঘটনাও মিথ্যা নয়। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূত্রপাতের ধরনই এমন। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ই প্রথমে স্থাপিত হয় বেসরকারী উদ্যোগে। টুল, টেবিল, চেয়ার, জমি এবং ভবন নির্মাণের দায়িত্বও স্থানীয় জনসাধারণকে নিতে হয়। এই শর্তেই প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধীকরণ হয়। তারপর হয়ত সরকার বিদ্যালয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। তবে ইচ্ছে হলেই দেশের প্রায় ৪৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ বা সকল সাজসরঞ্জাম একই সাথে সরবরাহ করা এই বিভাগের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেশের বহু বিদ্যালয়েই ক্লাস চলছে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ব্যতীতই। শিক্ষার প্রশ্নে এ পরিস্থিতি আদৌ কাম্য নয়। কিন্তু এটাই বাস্তব।

এ পরিস্থিতিতে একটি শুভসংবাদ শোনা গেছে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে। জানা গেছে, আগামী দু'বছরের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই পাকা ভবন হবে। এ সিদ্ধান্ত দু'হাজার সালের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীর অঙ্গ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নিয়েই একটি ভিন্ন খবর আছে দৈনিক বাংলায়। খবরটি সুনামগঞ্জের। খবরে বলা হয়েছে, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক সদ্যনির্মিত ৭টি পাকা ভবনে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে। আশংকা করা হচ্ছে—যে কোন মুহূর্তে এই ভবনগুলি ভেঙ্গে পড়তে পারে।

খবরটি নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয়। তবে জানা গেছে, এ ধরনের ঘটনা সুনামগঞ্জে আগেও ঘটেছে। ভবন নির্মাণে কারচুপির কথা কারো অজানাও নয়। কোন কোন ভবনের দেয়ালের প্লাস্টার নির্মাণের এক মাসের মধ্যে খসে পড়তে দেখা গেছে। এ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি সে প্রশ্নই এখন মুখ্য।

উল্লেখ্য যে ভবন, সেতু বা সড়ক নির্মাণে কারচুপি আমাদের দেশে নতুন, অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। তবে অনেক মহলের আশা যে অন্তত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা হয়ত কিছুটা বিবেকবান হবেন। আর বিশেষভাবে সতর্ক হবেন সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। তাই সাধারণভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন করতে গেলে অবস্থা কীই না দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে ঠিকাদারদের বিবেকবান হবার আহ্বান না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রথম থেকেই বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর সুনামগঞ্জের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় জরুরী ভিত্তিতে।